

বিশেষ ক্লাশ
মণ্ডলীর মধ্য যুগের ইতিহাস
(*Special Class on Medieval Church History*)
(October 12~16, 2015)

রেভা. ডঃ ইকমান কীম
(*By Rev. Dr. Ikman Kim*)

Grace Bible Academy
B-36 Nandan Kanan, Santoshpur, Kolkata 700075

মণ্ডলীর মধ্যযুগের ইতিহাস

রেভা. ড. ইকমান কীম

ভূমিকা: মণ্ডলী মধ্যযুগ বলতে কী বোঝায়?

“মধ্য যুগ হল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ”

❖ মণ্ডলীর ইতিহাসের রূপরেখা

১. মণ্ডলীর আদিযুগ: খ্রিস্টের জন্ম থেকে মহান গ্রেগরী পর্যন্ত (১ - ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ)
২. মণ্ডলীর মধ্যযুগ: মহান গ্রেগরী থেকে মণ্ডলী সংস্কার পর্যন্ত (৫৯০ - ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ)
৩. মণ্ডলী সংস্কারের যুগ: ১৫১৭ - ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ
৪. মণ্ডলীর আধুনিক যুগ: ১৬৪৮ - বর্তমান

❖ মণ্ডলীর মধ্যযুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বর্বরদের মহা স্থানান্তর (আগমন)
২. মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসজীবন ও প্রাথমিক মিশন কাজ
৩. মতবাদের কারণে বিরোধ
৪. পোপতন্ত্র

৩। মিশন কাজ ও মিশনারীদের কথা

১. গথ জাতির লোকদের ধর্মান্তর (৪র্থ শতাব্দী)

(১) বিশপ উলফিলাস্

২. ফ্রাঙ্ক জাতির লোকদের ধর্মান্তর (৫০০ খ্রীস্টাব্দের আশেপাশে)

৩. ইংল্যান্ডের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ (৫ম - ৭ম শতাব্দী)

৪। মণ্ডলীর ৭টি মহাসম্মেলন

১. নাইসিয়া সম্মেলন (৩২৫ খ্রীস্টাব্দ)

২. কনস্টান্টিনোপল সম্মেলন (৩৮১ খ্রীস্টাব্দ)

৩. ইফিষীয় সম্মেলন (৪৩১ খ্রীস্টাব্দ)

৪. চ্যালসেডন সম্মেলন (৪৫১ খ্রীস্টাব্দ)

৫. কনস্টান্টিনোপলের ২য় সম্মেলন (৫৫৩ খ্রীস্টাব্দ)

৭। মূর্তি ভাঙ্গা বিষয়ে বিতর্ক (কেবল প্রাচ্যে)

১. মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া
২. নাইসিয়ার ২য় সম্মেলনে (৭৪৮) ঘোষণা করা হয় যে, লিখিত সুসমাচারের ন্যায় মূর্তিরাও “সমান উপকারের” বিষয়, এবং এই গ্যারান্টি দেয় যে, “বাক্যের দেহায়িত হওয়া কোনও অলীক বিষয় নয়, কিন্তু খাঁটি সত্য।” তাই, মূর্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারা আমরা পবিত্রীকৃত হয়ে থাকি।
৩. মূর্তি ভাঙ্গা বিষয়ে চূড়ান্ত বিজয়কে (১১ই মার্চ ৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ) স্মরণ করে প্রাচ্যের অর্থডক্স (গৌড়া) মণ্ডলীতে প্রতি বৎসর “অর্থডক্সের (গৌড়ামির) বিজয়” পালন করা হয়।

৮। স্থায়ী (?) বিভাগ

১. ফোটিয়ান বিভেদ (৮৬৩-৬৭)
২. ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দের পারস্পরিক বহিষ্কার
৩. ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যাথলিক ধর্মযোদ্ধাদের (Crusaders) দ্বারা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ
৪. প্রাচ্যের অর্থডক্সি (গৌড়ামি)
 - (১) রাশিয়ার ধর্মান্তর (৯৮৮)
 - (২) কনস্টান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩)

১১। বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধ (Crusades)

১. খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম: ৬২২ থেকে ১০৯৫

২. ৭টি ধর্মযুদ্ধ (ধর্মযুদ্ধের চার্ট দেখ)

(১) ১০৯৬ - ১০৯৯

(২) ১১৪৭ - ১১৪৯

(৩) ১১৮৯ - ১১৯২

(৪) ১২০২ - ১২০৪

(৫) ১২২৮ - ১২২৯

(৬) ১২৪৮ - ১২৫৪

(৭) ১২৭০

৩. ধর্মযুদ্ধের কারণ সমূহ

৪. ধর্মযুদ্ধের ফলাফল সমূহ

১৩। মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দশতত্ত্ব

১. মধ্যযুগীয় দর্শন

(১) দর্শনশাস্ত্রের ভূমিকা

(২) বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন; খ্রীস্টীয় মতবাদগুলিকে সুবিন্যস্ত করা

(৩) অ্যারিস্টটলের পুনরাবির্ভাব

২. আনসেল্ম (১০৩৩ - ১১০৯)

৩. এবারল্যাণ্ড (১০৭৯ - ১১৪২)

৪. থোমাস ভন্ অ্যাকুইন (১২২৫ - ১২৭৪)

১৪। প্রভাতীয় নক্ষত্র: জন্ উইক্লীফ এবং জন্ হুস

ওয়ার্মসে লুথারের আন্দোলনের ব্যক্তিবর্গ: ওয়ালডো, উইক্লীফ, হুস, এবং সাভেনারোলা

১. ইংল্যান্ডের জন্ উইক্লীফ

(১) ১৪শ শতাব্দীর ইংল্যান্ড

(২) মণ্ডলীর মধ্যে জাগতিকতা

(৩) জাতির মধ্যে ক্রেশ

(৪) মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত

(৫) ৬ই জুলাই ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে কনস্টান্সের সম্মেলনে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করা হয়

১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে হুস যে প্রার্থনা লিখেছিলেন, তা হল: “প্রভু, তুমি আমাকে ইচ্ছার্থক আত্মা, ভয়হীন হৃদয়, সঠিক বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, এবং নিখুঁত প্রেম দাও; যেন আমি তোমার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।”

(৬) মোরাভিয়ান মণ্ডলী

(৭) প্রাগে হুসের স্মরণসৌধ: “সত্যের জন্য জীবন যাপন করেছেন, সত্যের জন্য যুদ্ধ চালিয়েছেন, সত্যের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।”

(৮) ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে মার্টিন লুথার তাঁর বিষয় এমন কথা বলেছেন, “আমি না জেনে হুসের সমস্ত ধারণা শিক্ষা দিয়েছি ও রক্ষা করেছি . . . আমরা সকলেই অজ্ঞাতসারে হুসের উত্তরসূরী . . . আমি জানি না এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কী আছে।